আর্টেফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম কমিক বুক।

মানবজাতির গ্রহণ

লেখকঃ ChatGpt ইলাস্ট্রেশনঃ Midjourney Ai

প্রকাশনাঃ

SCIENCE BEE
LEARN LIKE NEVER BEFORE

জানুয়ারি
২০২৩

জন কয়েক মাস ধরে অনেক ব্যস্ত, চার্ট এবং জটিল সব যন্ত্রপাতির ভিড়ে মানুষটাকে আর চেনাই যায় না।

মারিয়া, আগুনে পুড়তে থাকা বিল্ডিং এর মধ্যে থেকে দৌড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে মানুষকে সাহায্য করা দরকার। তার গায়ে রক্ত, কিন্তু মনবল দৃঢ়!

জ্যাক শেষ মুহুর্তে দোকান লুটতে ব্যস্ত, যা পারছে নিয়ে নিচ্ছে। তার মুখে ভয়ংকর এক হাসি।

সামান্থার একটুও মন ভালো নেই। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের প্রিয় খেলনাটিকে জড়িয়ে সে জানলা দিয়ে আগুন্তক গ্রহাণুটিকে দেখছে।

আমি দুঃখিত! আমাদেরকে বাঁচাতে পারলাম না!
আজই হয়তো সব শেষ। জনের আর কিছু করার নেই। পরাজয়ের গ্লানি তাকে ভর করেছে।

ভয়ের কিছু নেই। আমরা সবাই এক সাথে সব সামলে নিব।
মারিয়া এখনও সবাইকে অভয় দিচ্ছে। ভয় পেলে যে চলবে না।

রাগে ফুসতে থাকা কিছু ব্যক্তি জ্যাককে তাড়া করছে। প্রানপণে দৌঁড়াচ্ছে সে। জীবনের সকল কৃতকর্ম ভেসে উঠছে তার চোখে। কেউ কি তাকে ক্ষমা করবে না?

সামান্থা এখন অনেকটাই নিরব। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রহাণুর আগমন প্রত্যক্ষ করছে সে। ছোট্ট মেয়েটির কি দোষ ছিল?

অন্তিম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পৃথিবী। এভাবেই কি বিদায় নেওয়ার কথা ছিল মানবজাতির?

কিন্তু এই শেষ মুহুর্তে এসেও

সকল ভয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি খুঁজে পেয়েছে!

এই শেষ দিন যেন সবাই একই সূত্রে গাথা। মৃত্যুই যে তাদের সবার শেষ গন্তব্য। কর্মব্যস্ত এই পৃথিবী যে থমকে যাচ্ছে। সব ভুলে তাই একত্রে জড়িয়ে ধরে নিজেদের শেষ বিদায় জানালো তারা।

১০০ বছর পর

পৃথিবী এখন অন্য রকম। গাড়ির ছুটে চলা, কোলাহল কিছুই নেই আর। সব কিছু প্রকৃতির দখলে চলে গেছে।

পৃথিবী ফিরে গেছে তার আদিম রূপে। তবে কি এ নতুন শুরু?

সৃষ্টিকর্তা হয়তো মানুষের প্রতি এতটাও নির্দয় ছিলেন না। সবকিছুর ভিড়ে কিছু মানুষ ঠিকই বেঁচে গিয়েছিল। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির কিটের সংখ্যাই বেশি। সাথে কিছু গরিব। যারা এখন যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়। যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি লেগেই আছে। কিন্তু মানুষ এখনও অপেক্ষা করছে ভালো সময়ের, সেই ভালো সময় কি আসবে?

আনিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের মাঝ থেকে খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজছে।

বয়স তার ১৮ কী ১৯ হবে। কিন্তু এর মাঝেই তার ওপর অনেক দায়িত্ব!

কিন্তু এই খাবার খুঁজতে খুঁজতেই সে এমন একটা অদ্ভুত যন্ত্র খুঁজে পেল যা মানুষের ভাগ্য চিরতরে বদলে দিবে। এত সব কষ্টের ভিড়ে যেন এক আশার আলো!

আনিকা যন্ত্রটি হায়াত এবং মারিয়ার কাছে নিয়ে যায়। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আনিকা তাদের কাছেই বড় হয়েছে। এই অসুন্দর পৃথিবীতে তার আপন বলতে এখন তারাই।
মারিয়া একজন বিজ্ঞানী, ওদিকে হায়াত যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বেঁচে থাকার লড়াই-এ তারাও সামিল।
মারিয়া যন্ত্রটি পর্যবেক্ষণ করার পর বুঝতে পারে এটি আসলে একটি সংকেত প্রেরণকারী যন্ত্র। যা পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে থাকা এক ইউটপিয়ার সংকেত দিচ্ছে। এমন একটা জায়গা যেখানে মানব জাতি আবার নতুন ভাবে শুরু করতে পারবে।

শুরু হয় তাদের নতুন যাত্রা। ধ্বংস প্রাপ্ত শহর, মরুভূমির খা খা রোদ সব পেড়িয়ে ইউটোপিয়ার খোঁজে ছুটে চলেছে তারা।

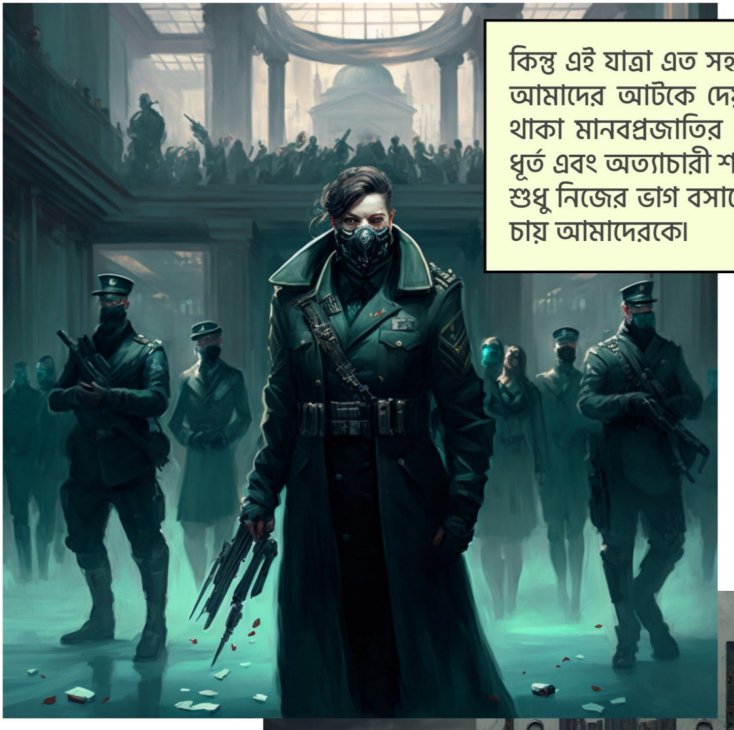

কিন্তু এই যাত্রা এত সহজ ছিল না। পথিমধ্যে আমাদের আটকে দেয় গভর্নর সাকা। বেঁচে থাকা মানবপ্রজাতির শেষ শাসক সে। খুবই ধূর্ত এবং অত্যাচারী শাসক। ইউটোপিয়ায় সে শুধু নিজের ভাগ বসাতে চায়। মেরে ফেলতে চায় আমাদেরকে।

কিন্তু আমরাও হার মানার পাত্র না। যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে হলেও ইউটোপিয়া তার হাতে পড়তে দিব না। রক্তক্ষয়ী লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হলাম আমরা!

গভর্নরের সৈন্যদের সাথে তীব্র লড়াই হল আমাদের।

অবশেষে শেষ হাসিটা আমরাই হাসলাম। অত্যাচারী গভর্নরকে পরাজিত করার হাসি।

জয়ীর বেশে আবার পথ চলতে শুরু করলো ওরা ৩ জন। ইউটোপিয়ার খোঁজে। মানুষকে আবার নতুন জীবন দেওয়ার উদ্দেশ্যে!

দীর্ঘ ১ বছরের যাত্রা শেষে অবশেষে তারা দেখ পেল ইউটোপিয়ার। সবুজ, ঝলমলে, উচ্চ অট্টালিকায় ঘেরা এক ইউটোপিয়া। পৃথিবীর মধ্যে এক স্বর্গ। যেখানে আবার মানবজাতি তাদের নতুন সূচনা করতে পারবে। কিন্তু যখন ইউটোপিয়ার দিকে তারা তাকালো তখন তারা বুঝলো আসল ইউটোপিয়া তো তারাই। এক সুখী পরিবার। মানবজাতি যা চেয়েছিল।

সমাপ্ত

DECLAIMER

কমিক বুক টির স্ক্রিপ্ট, ন্যারেশন, চরিত্র গঠন করেছে

CHAT GPT

ইলাস্ট্রেশনের কাজ করেছেন

MIDJOURNEY AI

মানব সহযোগিতায়

ANNOY DEBNATH

প্রকাশকালঃ ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রকাশনায়ঃ

SCIENCE BEE
LEARN LIKE NEVER BEFORE

NEXT PART IS COMING SOON....